সংবাদ

তারিখ ... 11 FEB 2012 ...
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ৪ ...

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের চরম গাফিলতি

বিষয় পরিবর্তনের এক বছর পর অন্য বিষয়ে রেজিস্ট্রেশন

● দু'হাজার ছাত্রছাত্রীর ভাগ্য অনিশ্চিত

রাকিব উদ্দিন

২০১০-১১ শিক্ষাবর্ষে আরিফুর রহমান জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ম মেধা তালিকা অনুযায়ী ঢাকার হাবীবুল্লাহ বাহার কলেজে ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ১ম বর্ষ অনার্স (সম্মান) কোর্সে ভর্তি হয়। পরবর্তীতে ব্যবস্থাপনার পরিবর্তে সমাজকর্ম বিষয়ে পাঠলাভের জন্য ৪৫০ টাকা ফি দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদন করে। এতে গত বছরের ১৪ জুলাই বিষয় পরিবর্তনকে অনুমোদন করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ

কিন্তু প্রায় এক বছর অতিবাহিত হওয়ার পর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তার নিবন্ধন করেছে প্রথমে ভর্তি হওয়া বিষয়েই (ব্যবস্থাপনা)। এভাবে হাবীবুল্লাহ বাহার কলেজের ছাত্র সেলিম ইমরান জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সব শর্ত মেনে বাংলার পরিবর্তে রাষ্ট্রবিজ্ঞান, শামীমা পারভীন ব্যবস্থাপনার পরিবর্তে রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অনীক ভৌমিক হিসাববিজ্ঞানের পরিবর্তে রাষ্ট্রবিজ্ঞান, হাসিবুল হাসান বাংলার পরিবর্তে রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং হাবিবুর রহমান বাংলার পরিবর্তে সমাজকর্ম বিষয়ে পাঠলাভের আবেদন করে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন পেয়েছে। কিন্তু সম্প্রতি তারা জানতে পারেন তাদের বিষয় বা সাবজেক্ট পরিবর্তন হয়নি। অর্থাৎ এক বিষয়ে অনার্স পাঠলাভের পর বিষয় : পৃষ্ঠা : ২ ক : ২

বিষয় : পরিবর্তনের

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষার্থীদের জানানো হচ্ছে তারা অন্য বিষয়ের শিক্ষার্থী। সংশ্লিষ্টরা জানায়, বিষয় পরিবর্তনের আবেদন করে সারাদেশের বিভিন্ন কলেজে অনার্স পড়ুয়া প্রায় দু'হাজার ছাত্রছাত্রীর শিক্ষাজীবন অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শ্রো-ডিসি ও এক ডিনের চরম গাফিলতি ও স্বেচ্ছাচারিতায় এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্সের বিষয় পরিবর্তনের কার্যক্রমের দায়িত্বে আছে 'স্নাতকোত্তর শিক্ষা বিষয়ক স্কুল'র কর্মকর্তারা। সাবজেক্ট পরিবর্তনের বিষয়ে জানতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের 'স্নাতকোত্তর শিক্ষা বিষয়ক স্কুল' শাখার ডিন ড. মোবাশ্বের খানমের সঙ্গে একাধিকবার সেলফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করলেও তিনি তা রিসিভ করেননি। তবে এ শাখার কর্মকর্তারা জানান, সাবজেক্ট পরিবর্তন সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনের জন্য সম্প্রতি দু'হাজার ছাত্রছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদন করেছে। তাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. কাজী শহীদুল্লাহ একটি তদন্ত কমিটি গঠন করতে ড. মোবাশ্বের খানমসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিয়েছেন। তারা এ বিষয়টিকে আমলেই নিচ্ছে না। ফলে ভুক্তভোগী শিক্ষার্থী এবং তাদের কলেজ এ চরম উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় আছেন।জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা 'সংবাদ'কে জানান, অনেক শিক্ষার্থী গত বছর বিষয় পরিবর্তনের আবেদন করেছিল। কিন্তু আবেদনের প্রেক্ষিতে বিষয় পরিবর্তন সম্পর্কে তাদের সবাইকে জানানো হয়নি। এতে সবাই ধরে নিয়েছে তাদের বিষয় পরিবর্তন হয়েছে। এ বিষয়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কর্মচারী ফেডারেশনের সভাপতি মোস্তফা ভূঞা 'সংবাদ'কে বলেন, সাবজেক্ট পরিবর্তনের জন্য সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীকে আগাম ৪৫০ টাকা ফি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রদান করতে হয়েছিল। আর যাদের আবেদন গ্রহণ করে বিষয় পরিবর্তন করা হয়েছে তাদের প্রতিষ্ঠানকে গত বছরই চিঠি দিয়ে জানিয়ে দেয়া হয়েছে। কিন্তু এখন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ভুল করে তাদের রেজিস্ট্রেশন করেছে প্রথমে ভর্তি হওয়া বিষয়ে। কাজেই এর দায়দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকেই বহন করতে হবে।জানা গেছে, ২০১০/১১ শিক্ষাবর্ষে প্রথমবারের মতো জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বিভিন্ন কলেজে অনার্স কোর্সে ছাত্রছাত্রী ভর্তির কার্যক্রম অনলাইনে সম্পন্ন করা হয়। এতে করে আবেদনপত্রে ১,২,৩ ক্রমানুসারে পছন্দনীয় বিষয় উল্লেখ করে। আর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শিক্ষার্থীদের এসএসসি ও এইচএসসির ফলাফল অনুসারে বিষয় নির্বাচন করে। পর্যায়ক্রমে তিন দফা মেধা তালিকা প্রকাশ করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।